যুগান্তর

তারিখ ... 31 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 17 ... কলাম ... 2 ...

প্রাথমিকের বই ছাপার সংকট নিরসনে চেষ্টা চলছে

দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৈঠক

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিকের বই ছাপা নিয়ে সৃষ্ট সংকট নিরসনে চেষ্টা চলছে। বই মুদ্রণ কাজ পাওয়া দরদাতারা 'নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড' (এনওএ) পেয়েছেন। মুদ্রণকারীরা সরাসরি এনওএ গ্রহণ না করায় জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কুরিয়ারে তা পাঠিয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দরদাতাদের এখন বুধবারের মধ্যে কাজের 'সম্মতিপত্র' দিতে হবে। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের শর্ত শিথিল না হলে কাজ পাওয়া ২২ প্রতিষ্ঠানের কেউই সম্মতিপত্র দেবেন না। তবে রোববার সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকসহ দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের সমঝোতা বৈঠক হয়েছে। সেখানে উভয় পক্ষই কিছুটা নমনীয় হয়েছে বলে বৈঠকের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে।

এ বিষয়ে দরদাতাদের সংগঠন মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত বলেন, 'বেশিরভাগ দরদাতা ডাকে পাঠানো এনওএ পেয়ে গেছেন। তবে এখানে যেসব শর্ত দেয়া হয়েছে তাতে আমরা রেসপন্স (সম্মতি) করব না। বিষয়টি নিয়ে আমরা আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলছি। পাশাপাশি সরকারের সিদ্ধান্তের দিকেও তাকিয়ে আছি। একই সঙ্গে মুদ্রণের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছি। যদি ইতিবাচক কিছু না হয়, তাহলে প্রয়োজনে আমরা আইনের সহায়তা নেব।'

প্রাথমিকের এ পাঠ্যবই নিয়ে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা থেকে উত্তরণে রোববার এনসিটিবিতে কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও আলাদা দু'দফা বৈঠক হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই), এনসিটিবি এবং বিশ্বব্যাংকসহ একাধিক দাতা সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবি কর্মকর্তা বিশ্বব্যাংকসহ বিদেশী প্রতিনিধিদের বলেছেন, টেন্ডার শর্ত চূড়ান্ত হওয়ার পর নতুন কোনো শর্ত আরোপ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে বইয়ের মান নিশ্চিত করতে হলে টেন্ডারের শর্তের মধ্যে থেকেই আগাতে হবে। আর এটা বিদ্যমান শর্তের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব। বৈঠকের আরেকটি সূত্র জানায়, এ অবস্থায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও যথাসময়ে বই ছাপার কাজ শেষ করার পক্ষে মতামত দেন। তবে এখনও যেহেতু সর্বনিম্ন দরদাতাদের সম্মতি জানানোর সময় আছে, এজন্য অপেক্ষার কথাও বলেছেন কেউ কেউ।

সূত্রটি আরও জানায়, এসব আলোচার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংকের ঢাকার প্রতিনিধিরা নিমরাজি হয়েছেন। তারা ওয়াশিংটনে কথা বলে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার কথা বলে গেছেন। বৈঠকের বিপরীত দিকে মুদ্রণকারীদের বিষয়ে কথা বলতে আলাদা বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত হয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে এ বৈঠক করবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

এ বৈঠকে যোগদানকারীদের একজন ডিপিইর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল। তিনি বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিসহ অন্যদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। এটি নিতান্তই অনানুষ্ঠানিক এই বৈঠক ছিল। তবে সেখানে বই মুদ্রণের সংকট এবং উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এমন বৈঠক আরও হবে।'

প্রাথমিকের বই ছাপানোর জন্য সরকার ৩৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলন (সম্ভাব্য দর) ঠিক করেছিল। কিন্তু দেশীয় ২২টি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান ভারতীয়দের ঠেকাতে সিন্ডিকেট করে সর্বনিম্ন ২২১ কোটি টাকা দর দেয়। এনসিটিবির নির্ধারিত দরের চেয়ে যা ১০৯ কোটি টাকা কম। এ দরের কারণেই বিশ্বব্যাংক বই ছাপার মান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে। নতুন কিছু শর্তও আরোপ করে। বিশ্বব্যাংকের শর্তের মধ্যে আছে, তাদের নিজস্ব টিম বই ছাপাপূর্ব, ছাপাকালীন এবং ছাপাপরবর্তী পরিদর্শন, তদারকি, দেখভাল করবে। ছাপার আগে কাগজের নমুনা, ছাপার নমুনা এবং বই বাঁধাইয়ের পর বইয়ের নমুনা তাদের কাছে পাঠাতে হবে। ছাপার সময় তাদের টিম আকস্মিক যে কোনো প্রেস পরিদর্শন করতে পারবে। বই ছাপা শেষে উপজেলায় পৌঁছানোর পর তা আবার নিরীক্ষা হবে। ছাপা কাজের গুণগত মান নিশ্চিত হলেই ছাপার বিল দেয়া হবে। এছাড়া মুদ্রণকারীদের জামানত ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করার শর্তও দেয় বিশ্বব্যাংক।

কিন্তু বিশ্বব্যাংকের দেয়া এসব শর্ত নিয়ে আপত্তি তুলেছেন দরদাতারা। এভাবেই বই ছাপা কাজে সংকট তৈরি হয়।